

১৭.ইরতিদাদের সয়লাব এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদিস!

ইমাম হাকেম রহ. (মৃত্যু: ৪০৫ হি.) মুস্তাদরাকে হাকেমের কিতাবুল ফিতানে একটা হাদিস বর্ণনা করেছেন। হাদিসটি হলো-

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ، قال : تلا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " ليخرجن منه أفواجا كما دخلوا فيه أفواجا "

[হযরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াতদ্বয় তিলাওয়াত করলেন-

{إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا} ‘যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে এবং আপনি মানুষকে দেখবেন দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করছে’। (নাসর: ১-২)

তারপর বললেন,

ليخرجن منه أفواجا كما دخلوا فيه أفواجا

‘দলে দলে যেমন তাতে প্রবেশ করেছে, তেমনি দলে দলে তার থেকে বের হয়ে যাবে।’]

ইমাম যাহাবী রহ. (মৃত্যু: ৭৪৮হি.) হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন।

ফাতহে মক্কার পর দলে দলে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন, আজ যেমন দলে দলে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করছে, আখেরি যামানায় ঠিক তেমনি ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যাওয়ার হিড়িক পড়বে। দলে দলে মুসলমান নামধারীরা ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে পড়বে।

এ হাদীস থেকে বুঝা গেল, আখেরী যামানায় ইরতিদাদ শুধু ব্যক্তি বিশেষের থেকে হবে না, বরং দলে দলে হবে, যেমন ফাতহে মক্কার পর একেকটা গোত্র এসে মুসলমান হয়েছে।

বাস্তব দুনিয়াতে আমরা এমনই দেখছি। খেলাফত যতদিন ছিল, ততদিন এত ব্যাপক হারে দেশ, গোত্র ও জেনারেশনভিত্তিক ইরতিদাদ ছিল না। কিন্তু আজ যেন গোটা জাতিই ইরতিদাদের দিকে চলে গেছে। শাসক শ্রেণী তো অনেক আগেই মুরতাদ হয়ে গেছে। আর নাস্তিকতাপূর্ণ শিক্ষা-ব্যবস্থার কারণে আজ এমন এক প্রজন্ম তৈরি হচ্ছে, যারা ঈমান-ইসলাম বুঝা তো দূরের কথা, বরং পরিপূর্ণ ইসলাম-বিদ্বেষের উপরই বড় হচ্ছে। মুসলমান পরিবারে জন্ম নিয়েছে শুধু এতটুকুই, নতুবা তারা

আসলে ছোট বেলা থেকে কাফের অবস্থাতেই বড় হচ্ছে। এভাবে একটা মুরতাদ জেনারেশন তৈরি হচ্ছে। এগুলো আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসের ভবিষ্যদ্বাণীরই বাস্তবায়ন। আল্লাহ তাআলা আমাদের এবং আমাদের আহলে আওলাদদের হেফাজত করুন।

কিন্তু দুঃজনক, আজ আমাদের আলেম সমাজের অবস্থা এমন যে, তারা যেন মনে করেন, দুনিয়াতে ইরতিদাদ বলে কিছু নেই। হয়তো দু'চার জন মুরতাদ হতে পারে। দলে দলে হওয়ার তো প্রশ্নই নেই। তারা কি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসগুলোর দিকে তাকান না?

আজ আমরা যখন শাসকদের মুরতাদ বলি, তখন তারা একেবারে ক্ষেপে যান। “তোমরা কি সবাইকে কাফের বানিয়ে ফেলতে চাচ্ছে?”... ইত্যাদি ইত্যাদি। অথচ সকলেই অবগত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের কিছু দিনের মধ্যেই আরবের লোকেরা দলে দলে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। হয়রত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মুহাজির ও আনসার সাহাবায়ে কেরামকে সাথে নিয়ে এদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন। যদি সাহাবাদের (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) যামানাতেই এই হয় অবস্থা, তাহলে আজ যেখানে একশো বছর যাবৎ

খেলাফত নেই, তখন অবস্থা কতটুকু ভয়াবহ হতে পারে!! হে
আল্লাহ তুমি আমাদের বুঝার তাওফীক দান কর! আমীন!